CHAP-6 Communicable diseases : Common ailments, communicable diseases — method of transmission, mode of prevent and control of communicable diseases

প্রশ্ন : সংক্রামক ব্যাধি কাকে বলে? (what is Communicable disease?)
উত্তর :মানুষের শরীরযন্ত্রের মধ্যে অসামঞ্জস্যকে ব্যাধি বলে। এই ব্যাধি যখন একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে সংক্রামিত হয়, তাকে সংক্রামক ব্যাধি বলে। এই সব রোগের বাহক হল- মানুষ নিজে, জীব-জন্তু, মশা-মাছি, খাদ্য পানীয় জল, বায়ু ইত্যাদি।

প্রশ্ন : কী ভাবে রোগ সংক্রামিত হয় ?
উত্তর : রোগ সংক্রামিত হয় বিভিন্ন উপায়ে যেমন- ১) মানুষের দ্বারা রোগ সংক্রমণ ২) খাদ্য ও পানীয় দ্বারা রোগ সংক্রমণ ৩) পোকা মাকড় দ্বারা রোগ সংক্রমণ ৪) জীবজন্তুর দ্বারা রোগ সংক্রমণ

মানুষের দ্বারা রোগ সংক্রমণ : রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যবহার করলে, রোগীর বিছানায় শুলে, রোগীর উচ্ছিষ্ট খেলে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রামিত হতে পারে। রোগীর লালা, থুতু দ্বারাও রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

খাদ্য ও পানীয় দ্বারা রোগ সংক্রমণ : খোলা অবস্থায় কোন খাদ্য পড়ে থাকলে ধুলো বালি মাছি পড়তে পারে এবং এইভাবে সংক্রামিত খাদ্যের দ্বারা অনেক রোগ সংক্রামিত হয়। রুগ্ন গরুর দুধ খেলে যক্ষা, ব্রুসেলোসিস, গলক্ষত ইত্যাদি রোগ হয়। রুগ্ন প্রানির মাংসে ফিতা ক্রিমি এবং যক্ষা রোগের জীবানু থাকতে পারে। আবার উদ্ভিজ খাদ্য দূষিত হলে নানা প্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়। দূষিত জল পান করলে উদারময়, আমাশয়, প্রভৃতি হয়।

পোকা মাকড় দ্বারা রোগ সংক্রমণ : মশা মাছি প্রভৃতি উড়ন্ত প্রাণি নানা উপায়র রোগ জীবাণু বহন করে আনে এবং খাদ্যে বসে খদ্যকে সংক্রমিত করে। এই খাদ্য খেলে শরীরে রোগ জীবানু প্রবেশ সহজেই করে।

মশা : স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা মানুষের রক্ত খায়। এই মশা যদি ম্যালিরিয়া রোগীকে দংশন করে তাহলে রোগীর রক্তের সহিত মিশ্রিত ম্যালেরিয়ার জীবানু উহার পেটের মধ্যে চলে যায়। অতপর দশদিন পরে জীবাণুগুলি মশার দেহে সংক্রামিত হয়। এই মশা কোন সুস্থ মানুষকে দংশন করলে লালার সহিত সুস্থ মানুষের দেহের রক্তে জীবাণু প্রবেশ করে। এই ভাবে ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। কিউলেক্স ও এডিস মশা অনুরুপভাবে যথাক্রমে ফাইলেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়।

মাছি : আমাদের দেশের গৃহের চারিদিকে যে সমস্থ মাছি থাকে সেগুলি দংশন করেনা। এগুলি নোংরা আবর্জনায় বসে আবার আমাদের খাদ্যেও বসে। এদের পায়ের পাতা আঠার মত চটচটে। তাহা নানাপ্রকার জীবাণু অনায়াসে আটকিয়ে থাকে। ইহা আমাদের খাদ্যে বসলে খাদ্য দূষিত হয়। খাদ্যের উপর এরা বসে মলত্যাগ করে। এইভাবে এরা টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয় রোগ ছড়ায়। আবার শরীরের কোন ক্ষত স্থানে বসলে সেই ক্ষতস্থানকে বিষাক্ত করে। এইভাবে ইদুর, মাছি মানুষের মধ্যে যথাক্রমে প্লেগ ও কালাজ্বর রোগ ছড়ায়।

জীবজন্তুর দ্বারা রোগ সংক্রমণ : গৃহপালিত ও অন্যান্য জীব জন্তুর দ্বারাও অনেক সময় আমাদের দেহে কয়েক প্রকার রোগ সংক্রামিত হয়। যেমন- যক্ষা, রেবিজ বা জলাতঙ্ক রোগ।
যক্ষা- রোগগ্রস্থ গরুর দুধ ভালবাবে না ফুটিয়ে পান করলে সেই দুধ থেকে যক্ষা রোগের জীবানু শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
রেবিজ বা জলাতঙ্ক রোগ - পাগলা কুকুর বা শেয়ালের কামড়াইলে রেবিজ বা জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে।

প্রশ্ন : কোন কোন রোগকে সংক্রামক ব্যাধি বলা হয়?(what are the Communicable diseases)
উত্তর : পানি বসন্ত (Chicken Pox), ইচ্ছা বসন্ত (Small Pox), কলেরা, প্লেগ, ম্যানিনজাইটিস, টিটেনাস, টাইফয়েড, হুপিং কাশি, মামস, হাম, ডেঙ্গু, ডিপথিরিয়া, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, চুলকানি, দাদ ইত্যাদিকে সংক্রামক ব্যাধি বলা হয়।

প্রশ্ন : দেহের ভিতর রোগ জীবাণুর প্রবেশ পথগুলি কি কি?
উত্তর : দেহের ভিতর রোগ জীবাণুর প্রবেশ পথ প্রধানত তিনটি। (১) প্রশ্বাস বায়ুর সহিত নাক দিয়ে - বিভিন্ন প্রকার রোগ জীবাণু বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, সেগুলি প্রশ্বাস বায়ুর সহিত দেহের ভিতর প্রবেশ করে, যেমন- টিউবারকুলোসিস রোগের জীবাণু।
(২) মুখ দিয়া - খাদ্য দ্রব্য ও পানীয়ের সহিত মিশে যক্ষা, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে।
(৩) চামড়ার উপরের ক্ষত ভেদ করে- ধনুষ্টংকার ইত্যাদি মারাত্মক রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করে।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন : দেহের ভিতর রোগ জীবাণু কিভাবে বিস্তার লাভ করে।
উত্তর : নানাভাবে রোগ জীবাণু দেহের ভিতর প্রবেশ করে বিস্তার লাভ করে, যেমন-
১) রক্তের সহিত মিশে রোগ-জীবাণু সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পরে।
২) দেহের মধ্যে নাসিকা রস (lymph) নামে নাকের যে তরল উপাদান আছে তার সঙ্গে মিশে রোগ-জীবাণু সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পরে।
৩) সরাসরি ত্বকের উপর ক্ষত দিয়ে রোগ জীবাণু দেহে বিস্তার লাভ করে।

প্রশ্ন : রোগ জীবাণু জীবদেহে প্রবেশের পর থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে কি কি স্তরে ভাগ করা হয়/
উত্তর : রোগ জীবাণু জীবদেহে প্রবেশের পর থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়।
১) উপ্তি কাল (Incubation Stage) : জীবদেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করার পর থেকে রোগের লক্ষন প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সময়কে উপ্তিকাল বলে।
২) সংকট কাল (Acute stage) : দেহে রোগের লক্ষন প্রকাশ পাবার পর থেকে রোগী অসুস্থ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় থাকাকালীন সময়কে সংকট কাল বলে।
৩) রোগত্তর কাল (Convalescence Stage) : সংকট কাল কেটে গেলে রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হতে থাকে ঠিকই কিন্তু দুর্বলতা থেকে যায়। রোগমুক্তির পর থেকে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত সময়কালকে রোগত্তর কাল বলে,

কয়েকটি সংক্রামক রোগের বর্ণনা উপ্তি কাল লক্ষণ সমূহ চিকিৎসা ইত্যাদি নিচে দেওয়া হল। :

পানি/জল বসন্ত (Chicken Pox) : জল বসন্ত খুবই ছোঁয়াচে রোগ।
উপ্তি কাল (Incubation Stage): এই রোগের উপ্তিকাল ৭-১০ দিন।
লক্ষণ সমূহ : এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে দুই তিন দিনের মধ্যেই গায়ে লাল গুটি দেখা যায়। দুই এক দিনের মধ্যে সেগুলি জল ভরা ফোসকার রূপ নেয়। গায়ে এই রোগ দেখাদিলে গা ব্যাথা, মাথাব্যাথা ও লালগুটির জন্য চুলকানি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। জলবসন্ত দেখা দিলে জ্বর হয়, অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশী জ্বর হয়। লাল গুটি বিশেষ করে পিঠ, হাতের তালু, বুক ইত্যাদিতে বেশী হয় এবং শরীরের আন্যান্য যায়গাতে কমবেশী দেখা যায়। গুটিগুলি একসঙ্গে বের না হয়ে ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ১৫ দিন পর গুটিগুলি শুকোতে থাকে। মামরিগুলি উঠাকালীন এগুলিকে সাবধানে সংরক্ষণ করে পরে পুড়িয়ে ফেলা দরকার, তানাহলে এগুলি থেকে রোগজীবানু ছড়িয়ে অন্যকেও সংক্রামিত করে।
চিকিৎসা : এই রোগ দেখাদিলে রোগীকে আলাদা করে মশারীর ভিতর রাখা প্রয়োজন। এই সময় বাড়ীঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, জল ফুটিয়ে খাওয়া, মশা, মাছি যাতে ঘরে না থাকে তার জন্য ঘরে ধূপধূনা দিয়ে বাড়ী বিশুদ্ধ রাখা প্রয়োজন। রোগীকে সহজপাচ্য খাবার দেওয়া দরকার।
বিদ্যলয়ের দ্বায়িত্ব : রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাকে স্কুলে আসা বন্ধ রাখতে হবে। প্রতি বছর যাতে শিশুরা যাতে বসন্তের টীকা সময়মত নিতে পারে সেদিকে বিদ্যলয় কর্তিপক্ষকে নজর রাখতে হবে এবং অভিবাবকদের এই ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

Scanned with CamScanner

College name: Ramsaday college

Teacher name: Arijit Bari

Subject : Physical Education

Caption : Communicable diseases

Sem: II

Scanned with CamScanner